এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা

খাতা পুনঃনিরীক্ষা, ফেল করা ১,৪০০ পরীক্ষার্থী পাস

সংবাদ অনলাইন রিপোর্ট

: মঙ্গলবার, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার খাতা পুননিরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে এক হাজার ৪০০ জন পরীক্ষার্থী। খাতা চ্যালেঞ্জ করে নতুন করে সর্বোচ্চ স্কোর জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে ৫৮৫ জন পরীক্ষার্থী।

মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) শিক্ষা বোর্ডগুলো নিজ নিজ ওয়েবসাইটে উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়নের ফল প্রকাশ করা হয়। এর গত ২৬ নভেম্বর এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। পরদিন থেকে পুননিরীক্ষার আবেদন নেয়া হয়।

খাতা নিরীক্ষায় ময়মনসিংহ বোর্ডে সবচেয়ে বেশি-৪৪১ জন পরীক্ষার্থী ফেল থেকে পাস করেছে। আর নতুন করে ঢাকা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি ২৩৬ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

কী কারণে এবার খাতা মূল্যায়নে এতো ভুল হলো সে সম্পর্কে জানতে চাইলে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তপন কুমার সরকার সংবাদকে বলেন, ‘পরীক্ষকদের ভুল-ভ্রান্তি ও গাফিলতির কারণে এটি হয়। এই ভুলের জন্য আমরা প্রতিবারই পরীক্ষকদের শাস্তির আওতায় আনি...কাউকে কাউকে ৫/৬ বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্তিও করি, কারো কারো সম্মানী কেটে রাখি। এরপরও ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে।’

কী ধরণের ভুল বেশি হয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘নম্বর যোগ করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল হয়, বৃত্ত ভরাটেও ভুল হয়।’

একজন পরীক্ষককে সর্বোচ্চ ৩০০টি খাতা মূল্যায়নের দেয়া হয় জানিয়ে তপন কুমার সরকার বলেন, 'এজন্য ১৫ দিন সময় দেয়া হয়। এই সময়ে তো খাতাগুলো ভালোভাবেই মূল্যায়ন করা যায়।' পুনর্নিরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ১৪৯ জন ও নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩৬ জন।

অন্য বোর্ডের মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে ফেল থেকে পাস ১৩১ জন এবং ৬৩ জন নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে; যশোর বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৯ জন এবং নতুন জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫ জন; দিনাজপুর বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ৩৯ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩২ জন; চট্টগ্রাম বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ১৫২ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৯ জন; ময়মনসিংহ বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ৪৪১ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৪ জন।

এ ছাড়া সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ২৪ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচজন; বরিশাল বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ৩৬ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩ জন; রাজশাহী বোর্ডে ফেল থেকে পাস করেছে ৩১ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮ জন; মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় খাতা পুনর্নিরীক্ষায় ফেল থেকে পাস করেছে ৩১ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৪ জন; কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (বিএম ভোকেশনাল) পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষায় ফেল থেকে পাস করেছে ৩৩৭ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে বলা হয়, উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়নে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩৬ জন শিক্ষার্থী। এ ছাড়া দুই হাজার ২০৮ জন শিক্ষার্থীর দুই হাজার ২৩৭ বিষয়ের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। আর অনুত্তীর্ণ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪৯ জন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, এবার দুই লাখ ৭১ হাজার ৩৩৫টি বিষয়ের জন্য ৬৫ হাজার ৬৯৩ জন পরীক্ষার্থী খাতা পুনর্নিরীক্ষার আবেদন

করেছিল।

এ বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় সারাদেশে মোট ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে গত ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণ হয় দশ লাখ ৬৭ হাজার ৮৫২ জন পরীক্ষার্থী। এবার ১১টি শিক্ষাবোর্ডে পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ওইদিন প্রকাশিত ফলাফলে এইচএসসি (উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট) ও সমমান পরীক্ষায় মোট ৯২ হাজার ৫৯৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

ফল প্রকাশের পরদিন গত ২৭ নভেম্বর ফল পুনঃনিরীক্ষা বা উত্তরপত্র চ্যালেঞ্জের আবেদন শুরু হয়। খাতা পুনঃনিরীক্ষণের ফল জানা যাচ্ছে এসএমএসের মাধ্যমে ও নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকেও ফল দেখতে পারবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিজ শিক্ষা বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে ফল জানতে পারবে।